APR. 1 2002

দৈনিক ইনকিলাব

সমস্যাপীড়িত চৌমুহনী সরকারী কলেজ

বৃহত্তর নোয়াখালীর একমাত্র ঐতিহ্যবাহী চৌমুহনী সরকারী এসএ কলেজের সরকারীকরণের দীর্ঘ দেড়যুগ পরেও এনাম কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষকের পদসৃষ্টি না হওয়া এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কতিপয় প্রভাবশালী কর্মকর্তার খামখেয়ালির কারণে কলেজটির ৫৯ বছরে অর্জিত ঐতিহ্য হারাতে চলেছে।

চৌমুহনী সরকারী এসএ কলেজ প্রায় ৩৯ একর জমির ওপর ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল বৃহত্তর নোয়াখালীর অন্যতম কলেজ। ১৯৮৪ সালে তৎকালীন সরকার কলেজটি সরকারীকরণ করে।

সরকারীকরণের পর কলেজটি সমস্যামুক্ত হবে- জনগণের স্বাভাবিক ধারণা থাকলেও কার্যত তা হয়নি বরং সরকারীকরণের সুবাদে তৎকালীন কলেজ গভর্নিং বডি ও কতিপয় শিক্ষক-কর্মচারীর যোগসাজসে কলেজের প্রায় চার (৪) একর মূল্যবান সম্পদ ঋণ পরিশোধের নাম দিয়ে বিক্রি করে দেয়া হয় নামমাত্র মূল্যে। যা কলেজের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সবচেয়ে দুঃখজনক হল, বিভিন্ন কলেজে এনাম কমিশন সুপারিশভিত্তিক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হলেও এ কলেজের অধ্যক্ষগণ বিভিন্ন সময়ে শিক্ষামন্ত্রণালয়ে ধরনা দিয়েও শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করতে পারেনি। ১৯৯৬ সালে শিক্ষকদের নতুন পদ সৃষ্টি প্রক্রিয়ামত ৩৩২টি কলেজে শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি হলেও চৌমুহনী কলেজের ভাগ্যে তা জোটেনি। চৌমুহনী কলেজের শিক্ষকের পদ ৬০টি থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকের সৃষ্ট পদ হচ্ছে মাত্র ৩৬টি। এই ৩৬টি পদের মধ্যেও ১৩টি পদে কোন শিক্ষক নেই। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব বিগত ১৭-৫-৮৬ তারিখে শাঃ-৭/২ সি-২৬/৮৬/১০২০ স্মারকে প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিসারের দেয়া পত্রে দেখা যায় চৌমুহনী সরকারী এসএ কলেজের সহকারী অধ্যাপকের ১৫টি পদ ও প্রভাষকের একুশটি পদ সরকারীকরণের সময় স্থায়ী করা হয়। কিন্তু একই মন্ত্রণালয় রহস্যজনক কারণে ৩-১২-৯১ইং তারিখে শাঃ-১৮/২সি-২৬/৮৬/৮৭২ স্মারকে চৌমুহনী কলেজের শিক্ষকের পদসমূহ পুনরায় বিষয়ওয়ারি স্থায়ীকরণ করতে গিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে সহকারী অধ্যাপকের ১৫টি পদ থেকে ৫টি কমিয়ে ১০টি এবং প্রভাষকের ২১টি পদ থেকে ৩টি কমিয়ে ১৮টি করা হয়। এই পুকুরচুরির প্রতিবাদে এবং এনাম কমিশনের সুপারিশ মতে অন্যান্য কলেজের ন্যায় চৌমুহনী কলেজে শিক্ষকের পদ সৃষ্টির জন্য কলেজের অধ্যক্ষগণ অসংখ্যবার মন্ত্রণালয়, শিক্ষামন্ত্রী, সচিব, উপসচিব থেকে শুরু করে সকলকে লিখিত ও মৌখিকভাবে জানানোর পরেও এমনকি দৈনিক ইনকিলাবসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় একাধিকবার প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙানো যায়নি।

বর্তমানে এ কলেজের সমাজকল্যাণ বিভাগে কোন শিক্ষক নেই। বাংলা বিভাগ, ইংরেজী বিভাগ, ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, সমাজ কল্যাণ, হিসাব বিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা, পদার্থ বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, বিভাগের ১১জন প্রভাষক, ২ জন সহকারী অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞান বিভাগের একাধিক পদে প্রদর্শক নেই। উপাধ্যক্ষসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের কোন বাসভবন নেই। বেসরকারী আমলের নির্মিত পুরনো টিন, কাঠের নড়বড়ে বাসভবনে সরকারী কলেজের শিক্ষকরা পরিবার-পরিজন নিয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের মানবেতর জীবন যাপন করছে। যার কারণে কালেভদ্রে কোন ভাল শিক্ষককে মন্ত্রণালয় থেকে এ কলেজে পোস্টিং দিলে তিনি যোগদান করেই বদলির জন্য তদবির করে অন্যত্র বদলি হয়ে যান। ফলে ৩-৭-৯১ থেকে ১৪-৩-২০০২ ইংরেজী পর্যন্ত এ কলেজে অধ্যক্ষ পদে ১০ জন অধ্যক্ষ যোগদান করেন। অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের মাত্রাতিরিক্ত বদলির কারণে কলেজের অবস্থানরত একটি চক্র এ কলেজের অর্থসম্পদ হরিলুট করছে। তিনটি পুকুরসহ ১৭ একর জমি নামমাত্র ইজারা দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অর্থ আত্মসাৎ করছে। মাত্রাতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ জানান, রাজনৈতিক নেতাদের চাপের কারণেই ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েনি এমন অযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করতে হয়। মেধাবী ছাত্ররা জানান, যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি তাদেরকে 'ব্যাকডোরে' বিপুল অংকের অর্থের বিনিময়ে ভর্তি করে। তারাই পরবর্তীতে রাজনৈতিক ছদ্মবেশে এবং স্থানীয় বিশেষ বিশেষ গ্রামের পরিচয় দিয়ে চৌমুহনী কলেজের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছে। '৯৬ সালে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলেও সংসদের ভিপি, জিএস দীর্ঘদিন থেকে চাকরি ও ব্যবসার সুবাদে রাজধানী ঢাকাতে অবস্থান করছে। দুঃখজনক হলেও সত্য এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রনেতাদের অনেকেই মন্ত্রী, সচিব ও জাতীয় নেতা হলেও বর্তমানে বৃহত্তর ছাত্র সংগঠনের নেতাদের নামে চৌমুহনী বাজার থেকে জুয়ার আসর, কালোবাজারীসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজির কথা শোনা যায়। এজন্য মূলত ছাত্র সংগঠনগুলোর নিয়ন্ত্রকরাই দায়ী। বেসরকারী আমলে নির্মিত দু'টি ছাত্রাবাসের অস্তিত্ব এখন বিলীন। প্রায় ৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য কোন ছাত্রাবাস না থাকায় সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে।

❒ সাইফুল্যাহ কামরুল